পঞ্চম ভাগ

# সতেরো শতক

## অর্থনীতি, মার্কেন্টাইলিজম, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ও চূড়ান্তবাদ

ষোলো শতকের ব্যাপকতা এবং সমাপ্তি বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে আসে। এই যুগ "মূল্যবৃদ্ধির" যুগ নামেও খ্যাত। ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্সে ১৬০০ সালের মধ্যে চরম সময়সীমা নেমে আসে। জার্মানিতে ১৬৩০ সাল নাগাদ এর পরিসমাপ্তি ঘটে। যদিও ইংল্যান্ড, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ১৬৫০-৬০ সালের মধ্যে ষোলো শতকের সমৃদ্ধির চরমতম রূপ লক্ষ করা যায়। এই শতাব্দীতে সবিশেষ লক্ষণীয় নতুন বাণিজ্যিক ব্যবস্থা—মার্কেন্টাইলিজম—বিজ্ঞানের চেতনা, সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিকাশ ও চূড়ান্তবাদের সংকট।

### ১. শতাব্দীর সংকট

ষোলো শতকের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি সতেরো শতকে সংকটের রূপ নেয়। জার্মানিতে এই সংকট প্রকট হয়ে ওঠে বাণিজ্য ও ঋণের ক্ষেত্রে। পূর্বের "মূল্যবৃদ্ধি" জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনকী কৃষিক্ষেত্রে অরাজকতা ও টালমাটাল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিতেও উৎপাদনের প্রাচুর্য ব্যাহত হয়। কৃষির প্রাচুর্য একসময় যাদের হাতে প্রচুর জমি ক্রয়ের ক্ষমতা এনে দিয়েছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা দেউলিয়া হয়ে যায়। জমির মালিকরা ঋণ শোধে অক্ষম হয়ে পড়ায় পুঁজিপতিদের কাছে জমি বন্ধক রাখে।

১৬১৯-২২ সাল নাগাদ ইউরোপের বাণিজ্যিক জগতে সাধারণভাবে এক সংকট নেমে আসে, যার প্রভাব পড়ে ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোর ওপর। ইতালি ও ফ্রান্সের সিল্কের ব্যবসা, দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের বাজার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইংল্যান্ড এবং বাল্টিক অঞ্চলের উলের ব্যবসাও সমানভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে সতেরো শতক "সংকটের" পূর্বাধ্যায় রূপে আত্মপ্রকাশ করে যার ক্ষয়িষ্ণু রূপ ইউরোপকে কয়েক দশক ধরে ঘিরে রেখেছিল। ইউরোপীয় জগতে ভূমধ্যসাগরের পরিবর্তে ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডের উত্থান অর্থনৈতিক জগতে বিশেষ যুগের সূচনা করে। ফ্রান্স পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে অক্ষম হওয়ায় সতেরো শতকের সংকট থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি।

সামগ্রিক সংকটকে বিভিন্নভাগে ভাগ করলে দেখা যায় যে (১) কৃষির সংকট, (২) আবহাওয়ার পরিবর্তন যা উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে আহত করে এবং



Scanned with CamScan

যার ফলস্বরূপ রুটির দাঙ্গা, মহামারী প্রকট আকার নেয়। কৃষিব্যবস্থার ওপর এই সংকট বিশেষ আঘাত হয়ে দাঁড়ায়, (৩) জনসংখ্যার সংকট, (৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, (৫) জটিল তীব্র মুদ্রার সংকট, (৬) সমগ্র সময় জুড়ে যুদ্ধবিগ্রহ রাজনৈতিক মহলকে জটিল করে তোলে। সমাজের বিভিন্নস্তরে অশান্তি জনজীবনের স্থিতিকে নাড়িয়ে দেয়। যদিও কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক সমাজ জীবনের স্বাভাবিক রূপই ছিল অশান্তি।

## ১.১ কৃষির সংকট—সতেরো শতকে

সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামো রীতিনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ থাকলেও তার মধ্যে থেকেই জন্ম নেয় বাণিজ্যিক এবং ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা, যা ষোলো শতকের আর্থিক কাঠামোর কেন্দ্রস্থল হিসেবে গণ্য হত। তবে পরবর্তী সময়ে কৃষি অর্থনীতির উন্নয়ন একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছিল (যাকে বলা হয় harvest cycle)—অন্যান্য ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নয়ন না ঘটায় অর্থনীতির সঠিক বিকাশও ব্যাহত হয়েছিল। আঠারো শতকের ফিজিওক্র্যাট দল সহ ব্রডেল ও লে রয় লাদুরি এই মতামতের প্রাধান্য স্বীকার করে নেন। ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা ও তার উৎপাদনের পরিকাঠামো পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক প্রথা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার জন্য এবং উৎপাদনের অন্যান্য দিকে বন্ধ্যাত্ব থাকার জন্য অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থনীতি শুধুমাত্র কৃষিকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধি পেলে ঊর্ধ্বমুখী জন-সংখ্যার কাছে তার গতি একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির হয়ে যায়। সতেরো শতকের অর্থনীতি এই মতবাদের এক উল্লেখযোগ্য পটভূমি হয়ে উঠেছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে সতেরো শতক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির চরমসীমানায় অবস্থান করছিল, যার শক্তি ও গ্রন্থি বিভিন্ন চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। তাই ক্ষয়িষ্ণু শক্তির গতির সঙ্গে উদীয়মান পুঁজিপতি শ্রেণীর নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও লড়াই সতেরো শতকের অর্থনীতির ওপর বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতির ওপর এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।

ম্যালথাস তত্ত্বকে অনুসরণ করে বিস্তারিত আলোচনা করে বলা যায় যে কৃষির বর্তমান সংকট যা সঠিকভাবে সংকটকে দৃঢ়বদ্ধ করে তোলে সেই বীজ ষোলো শতকের সীমাহীন প্রাচুর্য ও বিস্তারের মধ্যে নিহিত ছিল। জমির ওপর বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক অত্যাধুনিক কলাকৌশলের যথেচ্ছ প্রয়োগ জমির স্বাভাবিক উর্বরতাকে নষ্ট করে দেয়। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির হার সর্বত্র সমান ছিল না। যা ষোলো শতকের সর্বত্রই এক ছিল। এর ফলে জমির মূল্য অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস

Scanned with CamScan

পেতে থাকে এবং জমিতে বিনিয়োগকারীর ভাগ্যেও পতন ঘনিয়ে আসে। জমির ভাড়ার মূল্য হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধকী প্রথাও চালু হয় যার ফলে জমি প্রধান উল্লেখযোগ্য সম্পত্তি হিসেবে তার মানমূল্য হারায়। জমির ক্রমাগত হস্তান্তর সম্পত্তিহীন দেউলিয়া শ্রেণীর সৃষ্টি করে।

খাদ্যশস্যের মূল্যহ্রাস ইংল্যান্ডের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি যা কিনা সতেরো শতকের প্রারম্ভে ফ্রান্স, ইতালি, ডেনমার্ক ও হল্যান্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। Regers, Devenant, Childe প্রমুখ সমসাময়িকদের মতে আর্থিক সচ্ছলতার ব্যাপ্তি এবং প্রাচুর্য যা কিনা ষোলো শতক জুড়ে বিদ্যমান ছিল তার প্রভাব ইংল্যান্ডে সতেরো শতক অবধি ব্যাপৃত ছিল। সতেরো শতকের মধ্যভাগ অর্থাৎ ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল, যার ফলে ভাড়া মূল্যবৃদ্ধি পেতে থাকে; এখন এই ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আবদ্ধ (enclosure) প্রথায় চাষও চলতে থাকে। একমাত্র উলের ব্যবসাই সতেরো শতকের শেষার্ধে অবক্ষয়ের পথে যেতে থাকে।

কৃষি বিপর্যয় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এসেছিল। নিবিড় কৃষিকাজের প্রবণতার পাশাপাশি ব্যাপক কৃষিকাজও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রাধান্য লাভ করে। কৃষির প্রয়োজনে জলাভূমিকে বন্ধ করে, বন পরিষ্কার করে, উচ্চভূমিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হত—এইভাবে অতিরিক্ত সমতল আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ানো হত। বিভিন্ন দেশে Stock Farming বা যৌথ কৃষিকাজ প্রথাও চালু হয়।

সংকটের সার্বিক রূপ থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড পরিবর্তিত এই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তবে সতেরো শতকে "কৃষির পরিবর্তন" ব্যবস্থা সমাজ জীবনে একশ্রেণীর ভবঘুরে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিল। জমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একশ্রেণীর নতুন সম্প্রদায় যারা নতুন অভিজাত বলে খ্যাত ছিল, ধীরে ধীরে পুরানো অভিজাতদের স্থান দখল করে তাদের অবস্থার ভিত সুদৃঢ় করে। তবে উভয়শ্রেণীর মানুষদের একের সঙ্গে অপরের বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কার্যাবলী বজায় ছিল। তার ফলে সমাজে শ্রেণীর বিন্যাস অনুযায়ী ক্ষমতার ধাপ তৈরি হয় এবং গ্রামীণ ইংল্যান্ডে পূর্বের ন্যায় ক্ষমতার বিন্যাস ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় যেখানে জন্মস্থান অবস্থার (stage) একমাত্র ধারক ও বাহক (Gregory King এবং Lawrence Stone)।

ফ্রান্সের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে একটু অন্যভাবে। যেহেতু ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রের খুঁটি প্রবল ও দৃঢ় আকার ধারণ করেছিল তাই সামন্তপ্রভুরা এই ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতার দৃঢ়করণে কোনো শিথিলতা দেখায়নি, বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজস্ব বা জমির ওপর

Scanned with CamScan

ভাড়া পুরোপুরি ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করেছিল। ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের খরচ মেটানোর জন্য ভূমিদাসদের ওপর বর্ধিত মূল্যে কর আদায় করা হত। এর ফলস্বরূপ গ্রামে জনশূন্যতা এবং ভূমিদাসদের পলায়ন নিয়মিত চিত্র হয়ে ওঠে ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন ও জার্মানিতে।

পূর্ব ও মধ্য ইউরোপেও ভূস্বামী এবং সামন্তপ্রভুরা নিজেদের ক্ষমতা পুনঃসংগঠন ও দৃঢ়ীকরণের মাধ্যমে কেন্দ্রীভূত করে। পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় এখানে কৃষকরা রাজনৈতিক বা আর্থিক কোনোভাবেই শক্তিশালী ছিল না। তারা ছিল দুর্বল, অবহেলিত ও শোষিত শ্রেণী এবং ঋণ ও ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের শিকার হয়ে উঠেছিল। সামন্ততন্ত্রের চরম ক্ষমতা বেষ্টনীকে ভেদ করে তারা কোনো প্রতিরোধ আন্দোলনও গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। এইভাবে ভূমিদাস বা সার্ফ প্রথার ব্যাপ্তি আরও দৃঢ় আকারে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, পোল্যান্ড ও রাশিয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যাদের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল শস্যরপ্তানি এবং বলপূর্বক ভূমিদাস ব্যবস্থার অবস্থান (*Brenner Debate*, Engels)।

### ১.২. সতেরো শতকে জলবায়ুর পরিবর্তন

ঐতিহাসিকরা সতেরো শতকের ঠাণ্ডা চিহ্ন বা coldspot-এর কথা উল্লেখ করেন, যা ইউরোপ মহাদেশকে বরফযুগে পরিণত করে (The little ice age)। সমসাময়িক মতামত অনুসরণ করে বলা যায় যে সমগ্র শতক জুড়ে পর্যাপ্ত সূর্যকিরণের অভাব পোল্যান্ডের হেভেলিয়াস, ফ্রান্সের ক্যাসিনি এবং ইংল্যান্ডের ফ্লেমস্টিডে লক্ষ করা যায়। সমসাময়িক নিদর্শন ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ছাড়াও রেডিও কার্বনিক পরিমাপক সঞ্চয় প্রমাণ দেয় যে সতেরো শতকে মহাদেশের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সূর্যকিরণের অভাব ছিল।

এইভাবে পর্যাপ্ত সৌরশক্তির অভাব কৃষিকার্য ও ফলনের ওপর মারাত্মক তথা ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। ক্রমহ্রাসমান সৌরশক্তির জন্য অল্পসংখ্যক উচ্চভূমি কৃষিকার্যে যেভাবে গত শতকে (ষোলো শতক) ব্যবহৃত হয়ে উচ্চহারে ফলন বৃদ্ধি করেছিল, বর্তমানে তা নিঃশেষ আকার ধারণ করে। যথেষ্ট সূর্যকিরণের অভাব ফসল কাটার সময়কে এবং তার পরিপুষ্ট বৃদ্ধির পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। এইভাবে ফসল বপন থেকে তার বৃদ্ধি ও ফসল কাটার সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি মূল harvest cycle থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ফসলের ফলনের বিপর্যয়, খাদ্যের ক্রমহ্রাসমান ভাণ্ডার বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদায় ঘাটতি নিয়ে আসে, যা কালক্রমে রুটির লড়াই বা খাদ্যসংকট বা দাঙ্গায় পরিণত হয়। কিছু নির্দিষ্ট স্থানীয় রোগব্যাধির উপদ্রব বৃদ্ধি পায় যা কালক্রমে মহামারীর রূপ বা

Scanned with CamScanner

আকার ধারণ করে যা এই শতকের "নিয়মে" পরিণত হয়। বিউবনিক প্লেগ, টাইফাস, জলবসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা ১৬০৫, ১৬২৫ এবং ১৬৩৯ সাল নাগাদ ফ্রান্সকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, ১৬০০ থেকে পর্যায়ক্রমে ১৬১৬ এবং ১৬৪৮ সাল নাগাদ সেভিলে, যা ছিল স্পেনের অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু, উত্তর ইতালির বিভিন্ন জায়গা রোগ, আকাল ও মহামারীতে আক্রান্ত হয়। সতেরো শতকের ত্রিশের দশকে ১৬২৩-২৫ সাল নাগাদ লন্ডন এবং আমস্টারডাম বিপর্যয়ের কবলে পড়ে। ১৬৩৫ থেকে ১৬৩৬ এবং ১৬৫৫-৬৪ সাল নাগাদ তার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

১.৩ জনসংখ্যার সংকট

সুদীর্ঘ ষোলো শতককে আর্থিক ও জনসংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রাচুর্য ও পর্যাপ্ততার দিক নির্দেশিত হয়। আর্থিক উন্নতি ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির সীমারেখা সতেরো শতকে হ্রাস পায়।

ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহকে এই বিপর্যয়ের মূল এবং অবধারিত কারণ বলে গণ্য করা হয়। জার্মানিতে ত্রিশ বছরের যুদ্ধ (১৬১৮-৪৮) তার অর্ধেক জনসংখ্যার ঘাটতির জন্য দায়ী ছিল। ১৬১১ সালে সুইডেন ও ডেনমার্কের যুদ্ধ, ১৬৫৪-৬০ সাল নাগাদ সুইডেন ও পোলান্ডের যুদ্ধ, স্পেন ও হল্যান্ডের যুদ্ধ, ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের যুদ্ধ, স্পেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা হ্রাসের ফলবাহী যুদ্ধ ছিল। এই শতকের বৈশিষ্ট্যই ছিল চরম রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রাধান্যকে রক্ষা করার জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে অবধারিত বিরোধ ও তাকে শক্তিহীন করে দেওয়া এবং এইরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত সংঘাত ও সংঘর্ষের পরিবেশ সৃষ্টি করা। ১৬০০-৫০ এই অর্ধশতকে ইতালির জনসংখ্যা ১৩.৩ মিলিয়ন থেকে ১১.৫ মিলিয়নে হ্রাস পেয়েছিল। ১৫৯২-১৬৫০ সালের মধ্যে স্পেনের জনসংখ্যা ৭.৭ মিলিয়নের নীচে নেমে এসেছিল। ফ্রান্সের জনসংখ্যাও কুড়ি শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। যুদ্ধবিগ্রহ বাদ দিলে স্থানীয় বিপ্লব ও প্রতিবাদী আন্দোলন, গৃহযুদ্ধও জনসংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ বলে গণ্য হয়। তবে জনসংখ্যা হ্রাস ও বৃদ্ধির প্রবণতা ষোলো শতকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংকুচিত হয়েছিল। এছাড়া জনসংখ্যা রোধের জন্য ইতিবাচক নিয়ন্ত্রণ যথা অধিক বয়সে বিবাহ ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

জাঁ-দ্য-ভ্রিস (Jan de Vries) জনসংখ্যার আঞ্চলিক বিশ্লেষণ করতে সমগ্র ইউরোপকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ (১) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, যেখানে স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি প্রভৃতি দেশসমূহ জনবৃদ্ধিতে উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করতে পারেনি, তাদের ঘাটতি তারা আঠারো শতকে পূরণ করেছিল মাত্র; (২) মধ্যাঞ্চল, যেখানে ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড নিয়ে গঠিত এলাকা অল্পমাত্রায় বৃদ্ধির হার

Scanned with CamScan

দেখিয়েছিল; (৩) উত্তরাঞ্চল, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড ও স্ক্যান্ডেনেভিয়ার দেশসমূহ যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। জনসংখ্যার সীমারেখা ধীর গতিতে হলেও শক্তিশালী বৃদ্ধির হার বজায় রেখেছিল।

প্রকৃতপক্ষে ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডে জনবৃদ্ধির পরিবর্তন (movement) ভিন্ন আকারে দেখা দিয়েছিল, তবে বৃদ্ধির সীমারেখা উচ্চহারে উন্নীত ছিল, যা গতির দিক থেকে ধীর হলেও প্রবহমান ছিল, তাই স্থবিরতার কোনো চিহ্ন এই অঞ্চলে ক্ষুদ্রাকারেও দেখা দেয়নি। জনসংখ্যার উর্ধ্বমুখী রেখা প্রমাণ করে যে সতেরো শতক ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডের ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নয়ন ও সম্ভাবনার সময় ছিল।

## ১.৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংকট

ষোলো শতকের ইউরোপের আর্থিক ব্যবস্থা বাস্তবিকই আন্তর্জাতিক মানের হয়ে উঠেছিল, যার প্রধান ধারক ও বাহক ছিল এশিয়া ও আমেরিকার সঙ্গে বহির্বাণিজ্য। মহাদেশের অন্তর্বর্তী বালটিক ও ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করেও লাভজনক ব্যবসায়িক শাখাপ্রশাখা বিস্তারলাভ করেছিল যা অন্তর্বর্তী রাজ্যগুলো এবং সাগরপারের সাম্রাজ্যের কাছে সমান প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কিছু পরিসংখ্যানগত দিক থেকে বিচার করলে সতেরো শতকের বাণিজ্যের অবনতি ও ক্রমহ্রাসমান চিত্র ফুটে ওঠে। ১৬৪১-৫০ সালের মধ্যে মোট স্পেনীয় বাণিজ্যের মূল্য ছিল ২২,৫২৮ টন কিন্তু ১৭০১-১০ সালের মধ্যে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৯৫০ টন। পর্তুগাল ও এশিয়ার বাণিজ্যের জন্য ৬৯টি জাহাজ এশিয়ার উপকূল ও লিসবনের মধ্যে চলাচল করত ১৬০১-১০ সালের মধ্যে, ১৬৯০ সালে এর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২৫। পর্তুগাল ও স্পেনের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তার এই শতকেই ক্রমান্বয়ে পতনের দিকে যেতে থাকে, যার কোনোভাবেই পরবর্তীকালে পুনরুত্থান ঘটেনি। ইতালির ক্ষেত্রেও ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক বাণিজ্যেরও যথেষ্ট অবনতি হয়।

বালটিক সাগরীয় বাণিজ্যেরও অবনতি ঘটে এই শতকে, মোট খাদ্যশস্য রপ্তানি বাণিজ্যে ১৮.৫ শতাংশ ঘাটতি দেখা দেয়, তবে ফ্রান্স ও স্পেনের পতন ও আর্থিক স্থবিরতা হল্যান্ড, ইংল্যান্ডকে শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

## ১.৫ পুঁজির সংকট

সতেরো শতকে "ঋণ" সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশেষ ঘাটতি বা সংকটের সময় বলে চিহ্নিত করা হয়। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের ঘাটতি এবং যথাযথ রৌপ্যতালের আমদানি বন্ধ হওয়াকেও অনেকে এর জন্য দায়ী করেন (সোনা-রুপোর আমদানি ও



Scanned with CamScan

প্রাধান্য ষোলো শতকের ইউরোপের আর্থিক জ্বালানির কাজ করেছিল)। তামার মুদ্রার ব্যবহার ও তার অবক্ষয় ১৬২০ সালের পর মুদ্রাসংকটের সূচক হয়ে ওঠে। ক্রমাগত যুদ্ধ ও পেশাদারী সৈন্যের খরচ সরকারের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক "চাপ" তৈরি করেছিল এবং আর্থিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল।

মুদ্রা সরবরাহ যেমন ঋণের সমস্যাকে জটিল করে তুলেছিল অন্যদিকে আবার অর্থনৈতিক মন্দা তীব্র আকার ধারণ করায় মুদ্রা সরবরাহের প্রাচুর্য হ্রাস পায়, কৃষির লভ্যাংশ হ্রাস, জমির মূল্যের হ্রাস বা মূল্যমান হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া, খাদ্যশস্যের দাম পড়ে যাওয়া—প্রভৃতি "ঋণ অর্থনীতিকে" অরাজকতার দিকে ঠেলে দেয়। গত শতাব্দীতে কৃষি ও বাণিজ্যের সাফল্য জমিতে প্রচুর বিনিয়োগের সুযোগ এনে দিয়েছিল কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি "মন্দায়" ভারাক্রান্ত হওয়ায় জমি থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ যথাযথভাবে উঠে আসেনি যার ফলে "ঋণের বোঝার ভার" বৃদ্ধি পেতে থাকে।

### ১.৬ রাজনৈতিক সংকট

চরম রাজতন্ত্রের সূচনা ও "বুর্জোয়াকেন্দ্রিক প্রজাতন্ত্র" ছিল সতেরো শতকের রাজনৈতিক মানচিত্রের প্রকৃত ছবি। প্রাক্-আধুনিক যুগের রাষ্ট্রীয় মানচিত্র চরম এককেন্দ্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হয় যার ব্যয়ভার ছিল অত্যধিক। জাঁকজমক, আড়ম্বর ও ক্রমাগত (নিয়মিত) মুদ্রার সরবরাহ ছিল যার মূল বৈশিষ্ট্য। আমলাতান্ত্রিকতা, নিয়মিত সৈনিকদের ব্যয়ভার বহন ছিল "জাতীয় সম্মানের" সূচক। এই পটভূমিতে আর্থিক অবস্থা একসময় প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হয়। Niels Steensgaard-এর মতে সরকারের বা রাষ্ট্রের খরচের সিংহভাগই সৈন্যসামন্ত নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। রাজস্বের অধিকাংশই যুদ্ধবিগ্রহের কাজে ব্যয় করা হত। সমগ্র শতাব্দী জুড়ে যুদ্ধের চিত্র সময়সূচিতে "শান্তির" যুগের জন্য খুব স্বল্প পরিসর এনে দিয়েছিল।

সব থেকে ব্যয়বহুল যুদ্ধ ছিল—ত্রিশ বছরের যুদ্ধ যা জার্মানি, স্পেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশকে যুদ্ধে আবদ্ধ রেখেছিল, কিন্তু এর প্রভাব উত্তর ইতালি, নেদারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, পোল্যান্ড ও স্ক্যান্ডেনেভিয়ার রাজবংশের ওপর পড়েছিল। উত্তরের বালটিক সাগরীয় দেশসহ সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশেও এর প্রভাব পড়েছিল। সতেরো শতকে রাশিয়া ও ইউক্রেনেও অশান্তি দেখা দেয়।

### ১.৭ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও আন্দোলন

সতেরো শতক ছিল রাজনৈতিকভাবে কেন্দ্রীভূত ও চরম রাজতন্ত্রের বিকাশ ও সুদৃঢ়ীকরণের সময় যা সেই সময়কার ইউরোপে রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার বৈধতা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন ও প্রতিবাদ ইউরোপের ইতিহাসে এসেছে। ১৬২০ ও ১৬৩০ সালের বিরুদ্ধ আর্থিক বিপ্লবের (anti-fiscal

Scanned with CamScan

riots) সঙ্গে সরাসরি তুলনা করে বলা চলে যে এই শতকের অপদার্থ, অযোগ্য শাসনব্যবস্থা জনপ্রিয়তার স্থলে প্রজাবিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিল। ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের ভিত্তি খুবই দুর্বল ছিল। স্পেন, ডেনমার্ক, সুইডেন, ইংল্যান্ড সর্বত্রই রাজতন্ত্র ছিল অযোগ্যর প্রতিষ্ঠান এবং জনপ্রিয়তাবিহীন। পোল্যান্ডের চরমপর্যায় লক্ষ করা যায় ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের মাধ্যমে।

জনপ্রিয়তাহীন রাজতন্ত্র যে জনঅসন্তোষের বা রোষের মূল কারণ তার প্রধান উদাহরণ ছিল ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ (১৬৪০ সালে), যা ১৬৪৯ সালে চার্লসের মুণ্ডচ্ছেদনের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড (১৬৪০ সাল), নেপল্‌স ও সিসিলিতে (১৬৪৭ সাল), কাতালোনিয়া এবং পর্তুগালে ১৬৪০ সাল থেকে, ডেনমার্কে ১৬৪৮ এবং ১৬৬০ সালে, পোল্যান্ড ও মাস্কভিতে ১৬৪৮ সালের পর, সুইডেনে ১৬৫২ সালে প্রজাবিদ্রোহ শক্তিশালী প্রতিবাদী আন্দোলনের রূপ নেয়। জার্মানির অধিকাংশ স্থানে ত্রিশ বছরের যুদ্ধের অবসানে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

রাজতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র ছাড়াও ঋণের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন (anti-fiscal riots) এই শতকের আর এক উল্লেখযোগ্য দিক। ১৬২০ থেকে ১৬৭৫ সালের মধ্যে তাই ইউরোপে কৃষকদের অসহনীয় অবস্থাকে কেন্দ্র করে ঘনঘন কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস লক্ষ করা যায়, রাশিয়ার সীমানা পর্যন্ত যাদের বিস্তার ছিল। এদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ ছিল ১৬৩৬ সালে যা পশ্চিম ফ্রান্সের অন্তর্গত নুভো ক্রোকাঁর (Nouveaux Croquants) বিদ্রোহ, তাছাড়া নরম্যান্ডির নু পিয়ে (Nu Pieds), ১৬৩৯ সালে এবং ১৬৫৮ সালের স্যাবোতিয়ারদের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। এইসকল কৃষক বিদ্রোহ করের প্রচণ্ড বোঝা, খাদ্য সংকট এবং ভূস্বামীদের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ফ্রান্সের কৃষক বিদ্রোহ তার প্রকৃতি, গতি ও চরিত্রের দিক থেকে ছিল বিশিষ্ট, কারণ এটি কালক্রমে গৃহযুদ্ধে পরিণত হয় এবং ফ্রান্সের রাজতন্ত্রকে বা রাজকীয় কর্তৃপক্ষের কাছে একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন বা challenge হয়ে ওঠে। ফ্রঁদের বিদ্রোহ (Fronde) যা ১৬৪৮-৫৩ সাল পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিল, যা স্পেনের বিরুদ্ধে ফ্ল্যান্ডারল্যান্ডে এবং দক্ষিণ ইউরোপে চলে এসেছিল।

এই শতকেই ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডে নতুন ধরনের সরকার গড়ে ওঠে এবং প্রাচীন ও বর্তমান যুগের অভিজাত শ্রেণীর সমন্বয়ে নতুন এক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যা রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এইপ্রকার সরকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল নেদারল্যান্ড যেখানে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা (oligarchy) যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় (United Republic of the Netherlands) যারা স্পেনীয় প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল ষোলো শতকের মধ্যভাগ জুড়ে (১৫৭২-১৬০৯) এবং যার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল ছিল সতেরো শতকে স্বাধীন

Scanned with CamScan

রাষ্ট্রের জন্মলাভ। বাণিজ্যিক ব্যক্তিবর্গ (mercantile oligarchy) ঐতিহ্যবাহী (traditional) অভিজাতদের সান্নিধ্যে এসে ১৭৯৫ সাল পর্যন্ত নেদারল্যান্ডে শাসন বিস্তার করেছিল।

অনুরূপ পদ্ধতি ইংল্যান্ডেও চলেছিল। সতেরো শতকের কতিপয় অভিজাতদের প্রভাবপত্তি (oligarchy) আঠারো শতকের হুইগ (Whigs) বা উদারপন্থীদের প্রাধান্যে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

## ২. সতেরো শতকের সংকটের ব্যাখা বা কারণ বিশ্লেষণ

সতেরো শতকের সার্বিক অবক্ষয় ও সংকটকে সাধারণভাবে চারভাগে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথমত, একে জনসংখ্যার ঘাটতি বলে মনে করা হয়। কারণ জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি।

দ্বিতীয়ত, সীমাহীন আগ্রাসন নীতি, রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনকে ঝঞ্ঝাটে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। যুদ্ধবিগ্রহ, চরম রাজতন্ত্রের আবির্ভাব, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানুষের বৌদ্ধিক জগতে এক পটভূমিকা তৈরি করেছিল যা কিনা পরবর্তী যুগসন্ধিক্ষণের সময়ে রাষ্ট্রের সামনে এক বিশাল জিজ্ঞাসা (challenge) হয়ে উঠেছিল।

সমগ্র ইউরোপীয় জগতে রাষ্ট্রের মান ও অবস্থার গুণগত মান নিয়ে এক পরিবর্তন অনুভূত হয়, যা কিনা সতেরো শতকের প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছিল। রাজদরবার বা দরবারী সংস্কৃতি বৌদ্ধিক জগত থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল। (এই মতবাদ অনুযায়ী এই শতকের বিদ্রোহ ও তার রূপরেখা কোনো পৃথক দেশ বা স্থানের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না তাই চারিত্রিক দিক থেকে দেশের সীমানা অতিক্রম করেই এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।) চরম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের আগুন ইউরোপ মহাদেশের সর্বত্রই ছড়িয়েছিল, এই প্রসঙ্গে মহাদেশের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন এদের নাম উল্লেখ করা যায় যেখানে জনপ্রকৃতি, বিদ্রোহের আকার ও রাজতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রভৃতি প্রায় একইরকম ছিল।

সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীরাও এই সময়ের অস্থিরতা ও স্থিতিস্থাপকতার অভাবকেই বারবার তুলে ধরেছেন। হল্যান্ডের ভ্যান আইট্‌জেমা, দ্য-সালামোঁনেঁ (ফ্রান্সের), অ্যাভোগাদারো (ইতালি) এবং ইংল্যান্ডের হুইটেকার স্পেন, সিসিলি, পর্তুগাল, নেপলস, মস্কো, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড এবং ফ্রান্সের বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন।

ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের সময় হুইটেকার তাই স্বয়ং নিজে পার্লামেন্টকে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা সম্বন্ধে অবহিত করেন—যে অস্থিরতা ছিল বিশ্বব্যাপী এবং

Scanned with CamScan

যার গতি ছিল সার্বিক (universal)। সময়ামযিক প্রত্যক্ষদর্শীরা তাই অনুভব করেন যে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব ও প্রতিষ্ঠান আর কোনো অবস্থাতেই অনুকরণযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য নয়, পরিবর্তনই হল যুগের ধর্ম।

তৃতীয়ত, সতেরো শতককে পর্যালোচনা ও আলোকপাত করার তৃতীয় মাধ্যম হল আর্থিক সংকট ও অর্থের স্বল্পতা। শোনুর (Chaunu) মতে আর্থিক ক্ষেত্রে স্থবিরতা অর্থের সংকটকে তীব্র করে তোলে, এর জন্য দায়ী ছিল রৌপ্যমুদ্রার আমদানিতে ঘাটতি। স্পেনের আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে ইউরোপের বাজারে যে উদ্বৃত্ত রুপোর আমদানি হত তা ১৬২০-র পর বন্ধ হয়ে যায়। তবে রৌপ্যমুদ্রার আমদানি অকস্মাৎ হ্রাস পায়নি, ১৬১৯-২২ সালের মধ্যে ঋণের স্বল্পতাও এর জন্য দায়ী ছিল। প্রকৃতপক্ষে ক্রমহ্রাসমান রৌপ্যধাতব মুদ্রা কীভাবে অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করল এবং সমগ্র শতাব্দীকে গ্রাস করল—পণ্ডিতমহলে তাই ছিল বিতর্কের বিষয়।

চতুর্থত, সতেরো শতকের সংকটকে উৎপাদনের প্রণালী বা পদ্ধতির (mode of production) দিক থেকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে উৎপাদনের পদ্ধতির পরিবর্তিত রূপ উৎপাদনের সম্পর্ককে অপরিবর্তিত রেখেছিল। কারণ সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিল ভূস্বামী ও কৃষক সম্প্রদায় ; এইরকম সামাজিক পরিকাঠামোয় সদ্য জেগে ওঠা ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাতে সুযোগসুবিধা খুব সামান্যই ছিল।

তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই অর্থনৈতিক উন্নতি ও তার সার্বিক বিকাশ একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত পরিমিতির রূপ নিয়েছিল—সীমাহীন হয়ে ওঠেনি। প্রাচীন সনাতন অভিজাত শাসক শ্রেণী এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির (সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে) দিকে বিরূপ ছিলেন। তাদের মতে অর্থের অপপ্রয়োগ বা অথবা বিনিয়োগ (জমি, কার্যালয়, বাড়ি ও শিল্পে) তাদের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই শতকে ধনতন্ত্রের সূচনা ও বিকাশ হলেও এর অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি ছিল সামন্ততন্ত্রের বেড়াজাল দিয়ে ঘেরা।

## ২.১ সতেরো শতকের আর্থিক সংকটের বিতর্ক

সতেরো শতককে সঠিক আবহাওয়ার দিক থেকে বিচার করে সংকট ও পীড়াদায়ক পরিস্থিতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভলতেয়ার (Voltaire) ১৭৪১ সালে প্রথম তা সংশোধন করেন। তাঁর মতে এটি মন্দার শতক বলে চিহ্নিত হবে না। এই শতকে এক সর্বগ্রাসী বা সঠিক সংকট ছিল; তাঁর মতে প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়া বা বৈপ্লবিক আন্দোলনসমূহ ইউরোপের সর্বত্রই একইসূত্রে বাঁধা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ ভলতেয়ার

Scanned with CamScan

মরোক্কোর মুলি ইসমাইল, ভারতবর্ষের ঔরঙ্গজেবের শাসনকালকে এবং চীনের লি-সু-চেং-এর প্রসঙ্গ আনেন ; এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তাঁর মতানুসারে বলা যায় যে সতেরো শতকের বিশ্বব্যাপী সংকট ও অপ্রতিরোধ্য শক্তির আগমন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অসামঞ্জস্যকে বৃদ্ধি করছিল যার অন্তরালে ভবিষ্যতের অন্যান্য কার্যকারণ সুপ্তবীজ আকারে অন্তর্হিত ছিল। বিশ শতকে পল হ্যাজার্ড প্রথম সার্বিক সংকটের তত্ত্বের অবতারণা করেন।

এই ধারণাই রাজনৈতিক ইতিহাসের জগতে প্রাধান্য লাভ করে। মেরিম্যান ১৯৩৮ সালে এই সংকটকে একান্তভাবেই রাজনৈতিক সংকট বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ব্রডেল, শোনু, লাদুরি এবং গোবার্টের মিলিত তত্ত্ব অনুযায়ী (*Annales : The Seventeenth Century*) এই কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে এই সময়কাল মৌলিক পরিবর্তনের যুগ। ১৯৫২ সালের Past and Present-এর তত্ত্ব অনুযায়ী এই রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হয় যে কিছু শক্তি এই আপাত সংকটের সঙ্গে কাজ করেছিল, এই প্রসঙ্গে Annales publication ও English publication-এর কথা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, যারা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ও সমগ্র ইউরোপের জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার সন্ধান দেয়।

যদিও উভয় প্রকাশনের মধ্যে পরিভাষার (nomenclature) সমস্যা থেকেই যায় এই মর্মে যে "সার্বিক সংকট" কথাটি কি সমগ্র ইউরোপের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য, যদিও নিঃসন্দেহে এই সময়কাল রাজনৈতিক টালমাটাল ও উত্থানপতনের শিকার যার দ্রুত পরিবর্তন হিসেবে অর্থনৈতিক স্থবিরতা আত্মপ্রকাশ করে। আবার হল্যান্ড বা ডাচ অর্থনীতির এক সুবর্ণযুগ ছিল সতেরো শতক, যা ডাচদের শিল্পকলাকেও সমৃদ্ধ করেছিল। বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ সার্বিক সংকটকে আসন্ন করে তুলেছিল এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। অঞ্চলভেদে এর তারতম্য ছিল তাই একে সর্বসম্মত সরলীকৃত যুক্তি হিসেবে মেনে নেওয়া সমীচীন নয়। ইউরোপের ইতিহাসের পর্যালোচনা এই সংকটকে সর্বশক্তিমান ও একক চিত্র (consolidated phenomenon) বলে গণ্য করা যায় না। সংস্কৃতির অবক্ষয়ের তত্ত্ব অনুযায়ী বলা যায় যে ডাচ শিল্পকলার বিকাশ ও সাধারণ জীবনের চিত্র থেকে চটকদারী চটজলদি শিল্পকর্ম, সংগীতে, দৃশ্যাবলীতে বিস্তারলাভ করে তবে স্টোন, সোফার, লুব্লিনস্কায়া, গোবার্ট এদের মতে এইসকল কার্যাবলী সংরক্ষিত ছিল। চিত্রশিল্পে রুবেনস, ভ্যানডাইক, হালস, কুইপ, ভারমীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই শতক ডাচ প্রজাতন্ত্রের কাছে ছিল দর্শন ও বৌদ্ধিক জগতের ফুলেফলে সঞ্জীবনের সময়। জন লক, দেকার্ত প্রমুখদের আশ্রয়স্থল ছিল এই দেশ। স্পিনোজা, গ্রোটিয়াস, হুইগেনস প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের জন্মস্থানও ছিল হল্যান্ড। খুব সম্প্রতি শামার (Schama) *An Embarrassment of Riches*

Scanned with CamScan

নেদারল্যান্ডের বিকাশ ও সমৃদ্ধির ওপর আলোকপাত করেছে, যার সময়কাল ছিল এই সতেরো শতক। তাই "সার্বিক সংকট" কথাটি সর্বক্ষেত্রেই সার্বিক হয়ে ওঠেনি। বক্সারের মতে বাণিজ্যের অভাবনীয় উন্নতি ও প্রাচুর্য লভ্যাংশকে বৃদ্ধি করেছিল, যা উন্মুক্ত জানালার কাজ করেছিল (Boxer : *The Dutch Sea Borne Empire*, 1965)।

১৯৬৫ সালে Past and Present-এর প্রকাশনায় Ashton-এর সম্পাদনায় *Crisis in Europe* এই শিরোনামে চোদ্দটি মূল বক্তব্যের মধ্যে হবসবম ও ট্রেভাররোপারের মূল দুটি বক্তব্য প্রাধান্য পায়, যাদের মৌলিক বক্তব্য হিসেবে ধারণা প্রকাশ করা হয় এবং যারা অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ও আলোচনার দিক নির্দেশ করেছিল, (সতেরো শতকের পরিবর্তন প্রসঙ্গে)।

যদিও হবসবম এবং ট্রেভাররোপারের গবেষণার পথ বা দিক ভিন্ন ছিল, হবসবম অর্থনীতি ও জনরেখা সংক্রান্ত বিষয়ে এবং ট্রেভাররোপার প্রশাসনিক, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাসের সূত্র দেখিয়েছেন। তবে মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ও বক্তব্য হল "সার্বিক সংকটকে" কেন্দ্র করে ঘিরে থাকা বিতর্ক যা কখনোই অগ্রাহ্য করা যায় না।

হবসবমের মতানুসারে ষোলো শতকের এই অকস্মাৎ সমৃদ্ধি (boom) দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং পরবর্তীকালের কিছু অনিবার্য সংকটের আভাস ও ইঙ্গিত দিয়েছিল। প্রথমত, স্পেন ও পর্তুগালের রাজনীতি অনুযায়ী পুরনো ও প্রাচীন প্রথানুযায়ী উপনিবেশে যথেচ্ছ শোষণ ও লভ্যাংশে ভাঁটা পড়ে আসে। দ্বিতীয়ত, নতুন আর্থিক ব্যবস্থা ইউরোপের সর্বত্রই বিরাজ করছিল যা কিনা পুরাতন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাকে "অচল" বলে প্রমাণিত করেছিল, পুরাতন ব্যবস্থা আর কোনোভাবেই নতুন আর্থিক শক্তিকে পরিচালনা করতে সক্ষম ছিল না। হবসবমের মতে সতেরো শতকের সংকট আধুনিক ব্যবস্থা স্থাপনে মুখ্যত এক "উপযোগী"র ভূমিকা পালন করেছিল যে ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তাই সতেরো শতক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের পথে শেষ ধাপ বলে গণ্য হয় যেখানে শিল্প, পুঁজির প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

ট্রেভাররোপার প্রশাসনিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে সংকটকে কিছু ঘটনাবহুল বিদ্রোহের মধ্যে থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা উচিত যা শুধুমাত্রই রাজনৈতিক সংকট, কারণ এই শতকে ব্যাপক ও সার্বিক হারে প্রতিক্রিয়া ও বিদ্রোহের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়—প্রজাবিদ্রোহ প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ও তাদের শাসনপ্রণালী ও কার্যপন্থার বিরুদ্ধে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ট্রেভাররোপার ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের উদাহরণ দেখান, যেখানে রাজসভা ও জনতার দ্বন্দ্ব যা সম্পূর্ণভাবেই

Scanned with CamScan

রাজনৈতিক আকার নিয়েছিল, রাজসভা সহ রাজতন্ত্র মানসিকভাবে জনতার বৌদ্ধিক জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

শোফার, স্টেনস্‌গার্ড, হেক্সটার, ইলিয়ট, লুব্লিনস্কায়া প্রমুখরাও "সার্বিক সংকট" এই বিতর্কে সামিল হয়েছিলেন, কয়েকটা বিশেষ মতামত ও সূত্র থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হলেও সকলেই প্রায় ট্রেভাররোপারের মতবাদে বিশ্বাসী এবং সেই সূত্রের ও তত্ত্বের অনুগামী। এই মতাদর্শীদের ঝোঁক এবং আলোকপাতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল চরম রাজতন্ত্র ও তার স্বৈরাচার। এছাড়াও ছিল বৌদ্ধিক জগতে শূন্যতা ও সংকট যার প্রভাব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকেও গ্রাস করে যার ফলে সংস্কৃতি প্রতিরোধের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, যাকে সমসাময়িক কালের পরিভাষায় নিয়ন্ত্রণের ও কর্তৃত্বের নতুনরূপ বলে অভিহিত করা হয়েছে (perceived to be new forms of domination)। লুব্লিনস্কায়া হবসবম এবং ট্রেভাররোপারকে সমালোচনা করে বলেছেন যে এই শতককে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে দেখা উচিত। হবসবম কখনোই উল্লেখ করেননি কীভাবে প্রত্যক্ষরূপে এই সংকট শিল্পপুঁজিকে (industrial capitalism) বাস্তবায়িত করেছিল। অন্যদিকে রাজসভার বিরুদ্ধে দেশের দ্বন্দ্ব ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল, সমগ্র ইউরোপের পরিপ্রেক্ষিতে এই উদাহরণ অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় ছিল।

মুনিয়ের (Mousnier) এই বিতর্কে সামিল হন ফরাসি পত্রিকায় বহুল প্রকাশনের মাধ্যমে। "Bulletin de la Societe d'Etude du XVII Siècle" যা পূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং "Italia Relagioni"-তে। তাঁর নিজস্ব প্রকাশনায় (Les XVI et XVII s. *Le Progrès de la Civilisation Europeene et le Dèclin de l'Orient*, 1954) আগত একনায়কতন্ত্রের ওপরই আলোকপাত করেছেন যেখানে ডাইনিবিদ্যা, যাদুবিদ্যার অবক্ষয়, ধর্মীয় প্রাধান্য, ক্রমাগত বিজ্ঞানের প্রভাব সমাজের ওপর প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অর্জন করে। তাঁর মতে চরম রাজতন্ত্র এই যুগের রাজনৈতিক প্রয়োজনানুযায়ী গড়ে উঠেছিল, ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের মোকাবিলা করতে আক্রমণাত্মক শক্তি হিসেবে এর আত্মপ্রকাশ এবং কালক্রমে চরমরাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র এই দুটি রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান একে অপরের কার্যকরী শক্তিরূপে কাজ করছিল। রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করলে এই কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে রাষ্ট্র নিজস্ব জমি থেকে প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করত যার অধিকাংশই বা তার মূল উৎস ছিল কৃষিকাজ, যাকে কেন্দ্র করে একচেটিয়া বাণিজ্যের অগ্রগতি ও বিকাশ সম্ভব হয়। এইভাবে চরম রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পুঁজিপতি ও উদ্যোগপতির ভূমিকা গ্রহণ করে, যেখানে পুঁজিপতি নিজেই প্রতিপালক ও সম্পাদক, অংশগ্রহণকারী, প্রতিযোগী ও সম্পদ সরবরাহকারী।

Scanned with CamScanner

হারটাঙ্গ (Hartung) চরম রাজতন্ত্রের এই শ্রেণীভেদকে অস্বীকার করেন (রোমান ও জার্মান ধরনের)। তাঁর মতে সমকালীন টিউডর ইংল্যান্ডও এই নকশা বা ছকের মধ্যে মানানসই হয় না। এই কথা সার্বিকভাবে অনস্বীকার্য যে নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও আর্থিক বন্দোবস্তের সংঘবদ্ধ ও সুদৃঢ়ীকরণ করার জন্য একটা সার্বিক সংকট সর্বত্রই বিরাজ করছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে হবসবমের তত্ত্বকে অনুসরণ করতে হয়, যেখানে সতেরো শতককে পরিবর্তনের বাহন, মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে চরম উত্তরণের পথ (ধনতন্ত্র বিকাশের পথ) প্রশস্ত হয়েছিল।

Scanned with CamScan